লকের বস্তুবাদে এই দুটি বিষয়ের স্বীকৃতি আছে — প্রত্যক্ষযোগ্য বস্তুবিশ্ব এবং অপ্রত্যক্ষ গোচর অর্থাৎ অজ্ঞাত জড়বস্তু।

লকের প্রতিরূপী বস্তুবাদে সর্বক্ষেত্রে বস্তুজগৎ প্রতিফলিত হয় নি, বরং এই জগৎকে ভাবনার মধ্যেই সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

প্রথমত - লক যে মুখ্যগুণ ও গৌণগুণের মধ্যে পার্থক্য করেছেন - 'মুখ্যগুণগুলি বস্তুধর্ম হলেও গৌণগুণগুলি বস্তুধর্ম নয়' — এটাকে যুক্তিসঙ্গত হতে পারে নি, জড়বস্তু যদি অজ্ঞাত হয় তাহলে কোন গুণকে মুখ্য বা গৌণ বলা যাবে না। সেক্ষেত্রে প্রত্যক্ষগোচর সব গুণকেই — বিস্তার, আকার, গতি ইত্যাদিকে এবং রং, রস ইত্যাদিকে — মন সাপেক্ষরূপে গণ্য করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, লক যখন বলেন, 'মুখ্যগুণের ধারণার সাথে বস্তুর গুণের সাদৃশ্য বা মিল আছে' তখন সেই বস্তুর সাথে তার প্রতিরূপী বস্তুবাদের কোন সাযুজ্য থাকে না, প্রতিরূপী বস্তুবাদ অনুসারে আমাদের জ্ঞান ধারণার জগতেই সীমাবদ্ধ, ধারণার বাইরে বস্তুটি কি তা আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়, এমন ক্ষেত্রে বস্তু যদি আমাদের অজানা বিষয় হয়, তবে তার সাথে আমাদের মনের ধারণার মিল হল কি না — তা দেখা বলা সম্ভব হবে না।

তৃতীয়ত - মুখ্যগুণ ও গৌণগুণের ধারণার কারণরূপে লক জড়দ্রব্যের অস্তিত্ব অনুমান করেছেন, কিন্তু অজ্ঞাত জড়দ্রব্য কখনো ধারণার কারণরূপে বিবেচিত হতে পারে না, কারণ এবং কার্য উভয়েই সমধর্মী হতে হয়। কারণের এই অর্থ মেনে নিলে জড়বস্তুকে ধারণার কারণ বলা যায় না, কেননা ধারণা যতই বিষয় হোক জড়দ্রব্য অজ্ঞাত, ধারণা মননধর্মী কিন্তু জড়দ্রব্য অচেতনধর্মী।

চতুর্থত, প্রতিরূপী বস্তুবাদ অনুসারে, জড়দ্রব্যের অস্তিত্ব থাকলেও তা আমাদের প্রত্যক্ষের অগোচর, আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় শুধুই ধারণা। অভিজ্ঞতাবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে এমন কথার অর্থহীন। অভিজ্ঞতাবাদের মূল কথা হল - অভিজ্ঞতাই প্রমের জ্ঞান-মাধ্যম। যা অনুভবে আসে না যায়, অনুভব করা যায়, যার প্রত্যক্ষ অনুভব নেই, অভিজ্ঞতাবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে তার অস্তিত্বশীল নয়।

এভাবে লক তার প্রতিরূপী বস্তুবাদে জ্ঞাতা ও জ্ঞানের বিষয়ের মধ্যে প্রতিরূপের বা ধারণার এক অভেদ্য প্রাচীর তুলে বস্তুবাদ প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে ভাববাদের ভিত্তি-প্রস্তরটিই প্রতিষ্ঠা করেছেন। লক স্পষ্টভাবে বলেছেন যে আমাদের জ্ঞান ধারণার জগতেই সীমাবদ্ধ, ধারণার বাইরে কী আছে, তা আমাদের জানা অসম্ভব। জ্ঞাতা ও জ্ঞানের বিষয়ের মধ্যে ধারণার এই অলঙ্ঘ্য প্রাচীর (মন — ধারণা - জড়দ্রব্য) চীনের প্রাচীরের মতো স্থূল নয়, তা যেন এক শ্বেত-মসৃণ, শ্বেত-মসৃণ স্বচ্ছ এই প্রতিরূপের (ধারণার) আড়ালে ছেদ করে মসৃণতার অন্তরালে বস্তুত কী আছে, জ্ঞাতার পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়। লকের এই প্রচেষ্টা অভিপ্রায়ের অনিবার্য পরিণতি হল ভাববাদ বিশেষজ্ঞের বার্কলের অভ্যুদয় ভাববাদ।